AQA

Please write clearly in block capitals.

Centre number | | | | | | Candidate number | | | | |

Surname _____

Forename(s) _____

Candidate signature _____

I declare this is my own work.

A-level
BENGALI

Paper 1 Reading and Writing

Monday 22 May 2023 Morning Time allowed: 2 hours 30 minutes

Instructions
- Use black ink or black ball-point pen.
- Fill in the boxes at the top of this page.
- Answer **all** questions in Section A and **one** question in Section B.
- You must answer the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around each page or on blank pages.
- If you need extra space for your answer(s), use the lined pages at the end of this book. Write the question number against your answer(s).
- Do all rough work in this book. Cross through any work you do not want to be marked.

Information
- The marks for questions are shown in brackets.
- The maximum mark for this paper is 85.
- You must **not** use a dictionary.
- You should note that the quality of your written language in both Bengali and English will be taken into account when marks are awarded.
- In the summary question you should write no more than 90 words. You should write in full sentences, using your own words as far as possible.
- This paper is divided into two sections:
  Section A Reading and Translation 45 marks
  Section B Writing (Research Project) 40 marks

Advice
- You are advised to allocate your time as follows:
  Reading and Translation 1 hour 15 minutes approximately
  Writing (Research Project) 1 hour 15 minutes approximately

For Examiner's Use	
Question	Mark
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
TOTAL	

Do not write outside the box

Section A

Reading and Translation

Answer **all** questions in the spaces provided.

0 1 **কাবুলিওয়ালা**

একটি বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "কাবুলিওয়ালা" গল্পটির অংশবিশেষ তুমি পড়ছো।

আমার পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না বলে থাকতে পারে না। তার মা অনেক সময় তাকে ধমক দিয়ে চুপ করায়, কিন্তু আমি তা পারি না। মিনি চুপ থাকলে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এমনকি তার অনর্গল প্রশ্নে মিনি আমাকে ব্যস্ত রাখলেও তাতে আমার উৎসাহ মোটেই কমে না।

সকালবেলায় আমার নভেল লেখায় হাত দিয়েছি। এমন সময় মিনি এসেই আরম্ভ করে দিলো, "বাবা, রামদয়াল দারোয়ান কাককে কৌয়া বলছিলো, সে কিছু জানে না। না?" ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাকে বোঝানোর আগেই সে আমার পায়ের কাছে বসে আগডুম-বাগডুম খেলতে আরম্ভ করে দিলো। হঠাৎ খেলা ছেড়ে মিনি জানালার ধারে ছুটে গেলো এবং চিৎকার করে ডাকতে লাগলো, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।"

ময়লা, ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায় এক লম্বা কাবুলিওয়ালা তখন ধীরগতিতে আমার ঘরের পাশের পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। তার ঘাড়ের ঝুলিতে রাখা ছিলো আখরোট ও শুকনো আঙুরের কয়েকটি বাক্স। মিনির চিৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হেসে মুখ ফিরিয়ে আমাদের বাড়ির দিকে আসতে লাগলো, অমনি সে ভয়ে কাতর হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিলো। মিনির মনের মধ্যে একটা অন্ধ-বিশ্বাস ছিলো যে, খুঁজলে কাবুলিওয়ালার ঐ ঝুলিটার ভেতরে তার মতো দুটো-চারটে ক্ষুদ্র মানব সন্তান পাওয়া যেতে পারে।

কাবুলিওয়ালা এসে সহাস্যে আমাকে সালাম করে দাঁড়ালো। আমি ভাবলাম, লোকটাকে ঘরে ডেকে এনে তার কাছ থেকে কিছু না কেনা ভালো দেখায় না, তাই কিছু কেনা হলো। ফিরে যাওয়ার সময় সে জিজ্ঞেস করলো, "বাবু তোমার লাড়কি কোথায়?" আমি মিনির ভয় ভাঙানোর জন্য তাকে ডেকে আনলাম। সে কাবুলিওয়ালার মুখ আর ঝুলির দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইলো। কাবুলিওয়ালা তার ঝুলির ভেতর থেকে কিসমিস ও আখরোট বের করে তাকে দিতে গেলো, সে কিছুতেই নিলো না বরং দ্বিগুণ সন্দেহের সাথে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলো।

Do not write outside the box

প্রশ্নগুলোর উত্তর বাংলায় লেখো। তোমার উত্তরগুলো সবসময় সম্পূর্ণ বাক্যে না লিখে সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করবে।

0 1 . 1 লেখক আর মিনির মধ্যে সম্পর্ক কী?

[1 mark]

0 1 . 2 মিনির একটানা কথা শোনার জন্য লেখক আগ্রহী ছিলেন কেন?

[1 mark]

0 1 . 3 আমরা কীভাবে জানতে পারি যে মিনি অস্থির স্বভাবের ছিলো?

[1 mark]

0 1 . 4 লেখক কাবুলিওয়ালাকে কীভাবে বর্ণনা করেছেন? (**দুটি** বিষয় লেখো।)

[2 marks]

0 1 . 5 কাবুলিওয়ালাকে দেখামাত্র মিনি ভেতর বাড়িতে লুকালো কেন? (**দুটি** বিষয় লেখো।)

[2 marks]

0 1 . 6 লেখক কেন ভাবলেন যে কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে কিছু জিনিস কেনা দরকার?

[1 mark]

8

Do not write outside the box

0 2 **গানের ভুবনে**

বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পীর সাথে একজন পত্রিকা সম্পাদকের সাক্ষাৎকার তুমি ব্লগে পড়ছো।

গানের ভুবনে জীবনের দীর্ঘ সময় পাড়ি দেওয়ার অভিজ্ঞতা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে পত্রিকা সম্পাদক কামাল মাহমুদের মুখোমুখি হয়ে মত প্রকাশ করলেন বাংলাদেশের নন্দিত কণ্ঠশিল্পী লায়লা পারভিন।

কামাল: "আচ্ছা লায়লা আপা, শুধু বাংলাদেশেই নয়, উপমহাদেশের একজন বরেণ্য শিল্পী আপনি। এই শিল্পীজীবনে আপনি কী পেয়েছেন?"

লায়লা: "সুন্দরভাবে গানের ভুবনে জীবনের এতটা পথ পাড়ি দিতে পেরেছি, এর পেছনে ছিলো সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ। তাছাড়া আমার পথযাত্রায় আমার বাবা-মায়ের অবদান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতা প্রচুর ছিলো। এছাড়াও পেয়েছি অসংখ্য মানুষের গভীর ভালোবাসা ও সম্মান যা অর্থ দিয়ে কেনা সম্ভব নয়। একজন সফল শিল্পীর জীবনে এটাই তৃপ্তির কথা।"

কামাল: "আমাদের সংগীত শিল্পের সেকাল ও একাল সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?"

লায়লা: "আগের দিনে বিশেষত সংগীত পরিচালকদের সাথে অনেক সময় নিয়ে এবং একসাথে শিল্পীদের গানের মহড়া হতো। তারপরে বিভিন্ন দক্ষ যন্ত্রশিল্পী ও কুশলীদের সাথে একত্রে বসে গায়ক-গায়িকারা গানের রেকর্ডিং করতেন। এখন দক্ষ, নিবেদিতপ্রাণ ও অভিজ্ঞ যন্ত্রশিল্পী ও কলা-কুশলীদেরও অভাব আছে। গুটিকয়েক থাকলেও সঠিকভাবে তাদের মূল্যায়ন করা হয়নি। এখন বরং কাজের ধারা বদলে গিয়ে সংগীত জগতে জোড়া-তালি দিয়ে ঝটপট কাজ সারা হচ্ছে।"

কামাল: "তাহলে, এই অবস্থায় নতুন গায়ক-গায়িকাদেরকে আপনি কী উপদেশ দেবেন?"

লায়লা: "নতুনরা অনেকেই ভালো গাইলেও পুরনো ও অভিজ্ঞ শিল্পীদের নির্দেশনা ও উপদেশ নেওয়া এদের জন্য দরকার। নতুনদের প্রতি আমার প্রত্যাশা, অন্যদের গান অনুকরণ না করে গানকে ভালোবেসে, গানের সুরে নিজস্বতা তৈরি করলে তারা খ্যাতিলাভ করবে। তবে এর জন্য প্রয়োজন সাধনা, চেষ্টা, পরিশ্রম ও সততা।"

Do not write outside the box

গানের ভুবনে

সাক্ষাৎকারটি পড়ে যা বুঝেছো সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ করে সম্পূর্ণ বাক্যে **বাংলায়** প্রায় ৯০ শব্দে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

সংগীতশিল্পীর ভাবনায়:

- শিল্পী হিসেবে লায়লার সফলতা (**দুটি বিষয়**) **[2 marks]**
- সেকাল ও একালের সংগীতে বিশেষ পার্থক্য (**দুটি কারণ**) **[2 marks]**
- নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের প্রতি লায়লার উপদেশ (**তিনটি বিষয়**) **[3 marks]**

মনে রেখো !সুন্দর ভাষা ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত ৫ নম্বর রয়েছে। **[5 marks]**

কাজেই যথাসম্ভব তোমার নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করবে।

Do not write outside the box

12

Do not write outside the box

Turn over for the next question

DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

Do not write outside the box

0 3 **ছাত্র রাজনীতি**

তুমি বাংলা ওয়েবসাইটের ব্লগে ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে পড়ছো।

অতীতে যে ছাত্র রাজনীতি মানুষের কথা বলতো, দেশ গঠনে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতো, বিশ্বের দরবারে বাঙালি জাতির অস্তিত্বকে তুলে ধরতো, ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ৭১-এর মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকা সেই ঐতিহ্যবাহী গৌরবের ছাত্র রাজনীতি আজ আমরা হারাতে বসেছি।

বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞানচর্চার আধার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে জ্ঞানচর্চার চেয়ে দলীয়করণ চর্চা বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে। বাংলাদেশের চলমান ছাত্র রাজনীতির দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায় বর্তমান পরিস্থিতি শিক্ষার বিকাশ, জ্ঞানের চর্চা এবং সুষ্ঠু মানুষ গড়ার কাজে সহায়ক নয়। ছাত্রদের এই দলীয়করণ, বিরোধীদলীয় ছাত্রনেতাদের ওপর চড়াও, ক্যাম্পাসে জ্বালাও-পোড়াও প্রভৃতি রাজনৈতিক অপসংস্কৃতি একদিকে যেমন শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করছে তেমনি এর ভয়াবহতা মানুষের মনে গভীর উদ্বেগেরও সৃষ্টি করছে। অভিভাবকশ্রেণীর অনেকেই এ ধরনের কলুষিত ছাত্র রাজনীতির কারণে তাঁদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার্থে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আদৌ ছাত্র রাজনীতির দরকার আছে কি না এ নিয়ে কয়েকজন রাজনীতি বিশ্লেষক প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ বলছেন, ছাত্র রাজনীতি আইন করে নিষিদ্ধ করা উচিত। আবার কারও কারও মতে, অতীতে ছাত্র রাজনীতির গৌরবময় ভূমিকা বিবেচনা করলে বর্তমানে দেশ গড়ার কাজে ছাত্রদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সুতরাং, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনের অপ-সংস্কৃতিকে দূর করতে ছাত্রনেতাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বাড়াতে হবে। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য ছাত্র প্রতিনিধি তৈরি করতে হবে। তাহলেই সাধারণ মানুষ এই ছাত্র রাজনীতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে।

নিচের প্রতিটি বাক্যের পাশের বাক্সে লেখো:

স = সত্য

মি = মিথ্যা

? = উল্লেখ নেই

Do not write outside the box

0 3 . 1 ছাত্র রাজনীতি বর্তমানে দেশ গড়ার কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে।

[1 mark]

0 3 . 2 অতীতের ছাত্র রাজনীতির তুলনায় এখনকার ছাত্র রাজনীতি অনেক বদলে গেছে।

[1 mark]

0 3 . 3 বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক।

[1 mark]

0 3 . 4 শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতিতে সব বাবা-মা তাঁদের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা নিতে উৎসাহ দিচ্ছেন।

[1 mark]

0 3 . 5 রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কেউ কেউ ছাত্র রাজনীতি আইন করে বাতিল করার পরামর্শ দিয়েছেন।

[1 mark]

0 3 . 6 ছাত্র রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতির বিবেচনায় বিশ্লেষকরা সবাই একমত পোষণ করেন।

[1 mark]

0 3 . 7 ছাত্র রাজনীতির প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাবোধ বাড়াতে যোগ্য ও নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধির প্রয়োজন।

[1 mark]

7

Do not write outside the box

0 4 **অনলাইনে পাঠ**

বাংলা সংবাদপত্রের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত **অনলাইনে পাঠ** সম্বন্ধে এই লেখাটি তুমি পড়ছো।

শ্রেণিকক্ষে মুখোমুখি পাঠ গ্রহণের পরিবর্তে বিভিন্ন ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হয় তাই হলো অনলাইন ক্লাস। ডিজিটাল পদ্ধতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য মুখোমুখি পাঠদানের বিকল্প হিসেবে অনলাইন ক্লাসের প্রবর্তন করেছেন।

অনলাইনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণে অবশ্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এতে ঘরে বসেই সহপাঠীদের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ থাকায় শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছে। তাদের একঘেয়েমিও কমছে। তবে সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো শিক্ষার্থীরা স্বল্প সময়ে তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের সাথে ইন্টারনেটে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। তাছাড়া ঘরোয়া ও স্বচ্ছন্দ পরিবেশে লেখাপড়া করার ফলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বজায় থাকছে।

অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় বাবা-মাকে ফাঁকি দিয়ে অনলাইন ক্লাসের নামে বন্ধু-বান্ধবের সাথে গল্প করে। একটানা ক্লাস করার ফলে শিক্ষার্থীদের ক্লাস করার আগ্রহও কমে যায়। তাছাড়া শিক্ষকের পড়ানো বোধগম্য না হলে তারা তাদের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে না। তবে অনলাইন ক্লাসের সবচেয়ে বড়ো সীমাবদ্ধতা হলো সর্বস্তরে ইন্টারনেট ব্যবহারে অসমর্থতা। বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলেই ইন্টারনেট এখনো পৌঁছায়নি। এদেশের বেশির ভাগ শিক্ষার্থী দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের। তাছাড়া ইন্টারনেট সংযোগ থাকা সত্ত্বেও ব্যয়বহুল বলে অনেক শিক্ষার্থী ইন্টারনেট সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দরিদ্রতার কারণে তাদের বাবা-মায়েরা তাদের ফোন বা কম্পিউটার কিনে দিতে অসমর্থ হন। ফলে অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

তাই অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদরা মনে করেন, অনলাইন পাঠের সীমাবদ্ধতা দূর করার নানান সম্ভাব্য উপায় থাকলেও বিশেষ কিছু উপায় হলো দেশের সর্বত্র ইন্টারনেট সংযোগ ও এর সুযোগসুবিধা পৌঁছানো। সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা ও অনলাইনে পাঠগ্রহণের সামগ্রী সরবারহ করা। শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং সেই সাথে অভিবাবকদেরকেও তাঁদের নিজনিজ ছেলেমেয়ের লেখাপড়ায় নজরদারির উদ্দেশ্যে সচেতন করে তোলা। তাহলেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

Do not write outside the box

প্রশ্নগুলোর উত্তর বাংলায় লেখো। তোমার উত্তরগুলো সবসময় সম্পূর্ণ বাক্যে না লিখে সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করবে।

0 4 . 1 কোন সংস্থা বাংলাদেশে অনলাইন পাঠ চালু করেন? কেন?

[2 marks]

0 4 . 2 অনলাইনে পাঠ গ্রহণের **প্রধান** সুবিধাগুলো কী কী? (**দুটি** বিষয় লেখো।)

[2 marks]

0 4 . 3 অনলাইনে পাঠ গ্রহণের **প্রধান** অসুবিধাগুলো কী কী? (**দুটি** বিষয় লেখো।)

[2 marks]

0 4 . 4 শিক্ষাবিদদের মতে অনলাইন পাঠের সীমাবদ্ধতা দূর করার কী কী **বিশেষ** উপায় রয়েছে? (**দুটি** উপায় লেখো।)

[2 marks]

8

Do not write outside the box

0 5 **Internal migration**

Read this passage from a Bengali website. Translate the passage into **English**.

ঐতিহাসিক কাল থেকে মানুষ জীবিকার তাগিদে ও ভালোভাবে বাঁচার স্বপ্নে, আসন্ন সংকট মোকাবেলার উপায় হিসেবে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তরকে বেছে নিয়েছে। এক জরিপে দেখা যায়, এই স্থানান্তরই বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষদের জন্য নিরাপদ জীবনধারণের কৌশল। উপকূলীয় গ্রামাঞ্চল থেকে ভূমিহীন ও নিরাশ্রয় এসব দরিদ্র মানুষের শহর অভিমুখে যাওয়া বেড়ে চলেছে। এর কারণ প্রধানত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব ও চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এতে শহরের জীবনযাত্রা, বাসস্থান, সীমিত জমি, পরিবেশ ও নগরায়নের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। শহরে এসে এসব গৃহহীনদের অনেকেই বস্তিতে থাকে। তারা পরিবারের খরচ মেটানোর জন্য বিভিন্ন জায়গায় দিন মজুরি খাটে এবং বাড়ি বাড়ি কাজ করে। কাজেই নিজের দেশের মধ্যে তারা উদ্বাস্তু হিসেবে চিহ্নিত হয়।

[10 marks]

Do not write outside the box

END OF SECTION A

10

Do not write outside the box

There are no questions printed on this page

DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

Do not write outside the box

Section B

Writing (Research Project)

Answer the question on the research topic you have studied. You must answer on **one** research topic only.

Either

0 6 **The role of women in Bengali society**

or

0 7 **Child labour in Bengali society**

or

0 8 **Tourism in Bengali-speaking countries**

or

0 9 **Emergence of Bangladesh**

For each research topic there is a reading passage and an essay title.

Using the information from the reading passage and linking this information to your own research, write an essay in **Bengali** of approximately **300 words**.

The marks are allocated as follows:

10 marks for comprehension of the reading passage
10 marks for quality of language
20 marks for cultural knowledge.

Total: 40 marks

Turn over for Question 6

Do not write outside the box

0 6 **The role of women in Bengali society**

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে নারীর ক্ষমতায়ন

রাষ্ট্রের আর্থিক কর্মকাণ্ড এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতির সচলতা। এই সচলতার বিকাশে নারীরা বড় ভূমিকা পালন করে থাকেন। বহুযুগ আগে থেকেই এ দেশের সংস্কৃতিতে গ্রামের নারীরা উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত। শুধু খাদ্য ও কৃষিতেই নয়, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে গ্রামের নারীরা ব্যাপক ভূমিকা রাখছেন। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর করেছেন আমাদের গ্রামের নারীরা।

গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সিংহভাগই নারীকেন্দ্রিক। এদেশে হস্ত-শিল্পের প্রসারে গ্রামের নারীরাই প্রথমত এগিয়ে এসেছেন। এ অঞ্চলে মসলিন কাপড়ের বয়ন থেকে শুরু করে তাঁত বস্ত্র তৈরির মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের সূচনালগ্নে নারীরাই ভূমিকা রেখেছেন। গ্রামের নারীরা বহু আগে থেকেই সূচি ও কারুশিল্পের মাধ্যমে পরিবারে বাড়তি অর্থের জোগান দিয়েছেন। হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালনের মাধ্যমে নিজের হাত খরচের টাকা এবং অভাবের দিনে পুঁজি দিয়ে একে অন্যকে সাহায্য করা গ্রামের নারীদের জন্য সাধারণ ব্যাপার। গ্রামে অনেক নারী এখন হাতে বানানো খাবার বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। ঘরের পাশে পতিত জমিতে নানারকম সবজি উৎপাদন করেও তাঁরা গ্রামীণ অর্থনীতিকে এগিয়ে নিচ্ছেন। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে গ্রামীণ অর্থনীতি মূলত নারীকেন্দ্রিক।

পোশাক শিল্প বর্তমানে যে পর্যায়ে এসেছে, তার পেছনে মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন গ্রামের নারীরা। দেশের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে গ্রামের নারীদের সক্ষমতা অর্জন, শিক্ষায় নারীদের শতভাগ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নারীবান্ধব কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি করা, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নারীদের সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

তবে পরিবারের অন্যতম আর্থিক জোগানদাতা হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতায়নের অভাবে গ্রামের অনেক নারী তাদের আর্থিক অধিকার ভোগ করতে পারছেন না। দুর্ভাগ্যবশত, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবার পাশাপাশি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রেক্ষাপটে নারীর মতামতকে মূল্যায়ন করা হয় না।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে বাংলায় প্রায় **৩০০** শব্দে একটি রচনা লেখো।

"কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করেছেন বাংলাদেশের গ্রামের নারীরা।" এই উক্তিটি তুমি কতোখানি সমর্থন করো? যুক্তি সহকারে পর্যালোচনা করো।

[40 marks]

Do not write outside the box

Do not write outside the box

40

Turn over ▶

Do not write outside the box

0 7 **Child labour in Bengali society**

পথশিশুদের বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে সম্ভাব্য পদক্ষেপ

জন্ম থেকেই অনেক শিশু বুঝে যায় পৃথিবীটা কত কঠিন, কত নির্মম-নিষ্ঠুর। পথে পথে ঘুরে এরা পরিচিত হয় টোকাই কিংবা পথশিশু হিসেবে। এদের কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান ও অভিভাবক না থাকায় রাস্তাই তাদের কাছে আশ্রয় এবং জীবিকা নির্বাহের উৎস হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে এসব পথশিশুদের কুলি, হকার, রিকশাচালক, শ্রমিক, ফুল বিক্রেতা, আবর্জনা সংগ্রাহক, হোটেল শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, ঝালাই কারখানার শ্রমিক ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা হয়।

২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে পথশিশুর সংখ্যা ছিল ১০ লাখ, যার মধ্যে আড়াই লাখের বেশিই ছিল রাজধানী ঢাকাতে। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারিভাবে পথশিশুর সংখ্যা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য না থাকলেও জানা যায়, পথশিশুদের বড় একটি অংশ আসে দরিদ্র পরিবারগুলো থেকে। তাদের বাবা-মা কাজ করতে অক্ষম বা তাদের উপার্জন অতি সামান্য যা তাদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট নয়। তাছাড়া বাবা-মায়ের একাধিক বিয়ে এবং সৎ বাবা-মায়ের সাথে বনিবনা না হওয়াও এদের পথশিশু হওয়ার আরেকটি কারণ।

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ, আমাদের সংবিধান ও শিশু আইন-১৯৭৪, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আইনে শিশুদের প্রতি সব ধরনের নিষ্ঠুরতা, জোর জবরদস্তি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আইন প্রণয়নই শিশু অধিকার সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও এদের প্রতি সামাজিক সচেতনতা ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিটি পথশিশুর তালিকা তৈরি করতে হবে এবং তাদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব শিশুকে সব ধরনের নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই নিশ্চিত হবে পথশিশুদের বাসযোগ্য একটি পরিবেশ কারণ এই শিশুরাই হবে আগামী দিনের নাগরিক আর গড়বে সোনার বাংলা।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে বাংলায় প্রায় **৩০০** শব্দে একটি রচনা লেখো।

বাংলাদেশে পথশিশুদের অবস্থার উন্নয়নে বর্তমানে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর উল্লেখ করো। এই পদক্ষেপগুলো কতোখানি সফল হবে বলে তুমি মনে করো?

[40 marks]

Do not write outside the box

Do not write outside the box

40

Turn over ▶

Do not write outside the box

0 8 **Tourism in Bengali-speaking countries**

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের অবকাঠামো

নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি বাংলাদেশকে গড়ে তুলেছে একটি বহুমাত্রিক আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে। এদেশের সৌন্দর্যে তাই যুগে যুগে ভ্রমণকারীরা মুগ্ধ হয়েছেন। এদেশে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্রসৈকত-কক্সবাজার, পৃথিবীর একক বৃহত্তম জীববৈচিত্র্যে ভরপুর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল-সুন্দরবন, আদিবাসীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও কৃষ্টি, আচার-অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ উচ্চ সবুজ বনভূমি ঘেরা পার্বত্য অঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং আরও অনেক দর্শনীয় স্থান।

এ শিল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ এই পর্যটনশিল্পের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে জায়গা করে নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে আগের তুলনায় বিভিন্ন আকর্ষণীয় স্থানগুলোতে পর্যটক ভ্রমণের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ও সুফল গ্রাম ও শহরের মানুষের মধ্যে আয়ের সমতা সৃষ্টিতেও সহায়ক। এই শিল্প মানুষের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে মানসিক তৃপ্তি লাভ করে বলে মানুষের কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি পায়।

দুর্ভাগ্যবশত এখানকার যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত অসুবিধা ছাড়াও চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নিরাপত্তা নিয়ে পর্যটকরা উদ্বিগ্ন থাকেন। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে পর্যটকরা ছিনতাইসহ বিভিন্ন নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। পর্যটক ও স্থানীয় জনগণের সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণে স্থানীয় জনগণকে অনেক সময়ে পর্যটকদের সঙ্গে বিরূপ আচরণ করতে দেখা যায়। তাছাড়া, বর্তমানে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থানগুলো পরিবেশ দূষণের শিকার। ভ্রমণকালে পর্যটকরা তাঁদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যেখানে-সেখানে ফেলে পরিবেশকে নষ্ট করছেন। যেমন, প্রবাল দ্বীপে এসব দ্রব্য জমে নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করছে। অনেকে দ্বীপের প্রবাল কেটে নিয়ে যাচ্ছেন। এতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীবজন্তু হুমকির কবলে পড়ছে।

তবে বিশ্বায়নের কারণে পর্যটনশিল্পে বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রচলিত চিন্তাচেতনার বাইরে নিজস্ব কৃষ্টি ও দেশীয় ছোঁয়া দিতে পারলে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাবে এবং অচিরেই পুরো দেশটাকে পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে বাংলায় প্রায় **৩০০** শব্দে একটি রচনা লেখো।

বাংলাদেশের ভ্রমণকারীদের জন্য যেসব সুযোগ রয়েছে সেগুলো পর্যটন স্থানগুলোতে সৃষ্ট সমস্যাদির চাইতে কতোখানি বেশি বলে তুমি মনে করো? মতামত সহকারে তার মূল্যায়ন করো।

[40 marks]

Do not write outside the box

Do not write outside the box

40

Turn over ▶

Do not write outside the box

0 9 **Emergence of Bangladesh**

স্বাধীনতার বাহান্ন বছর

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ৫২ বছর উদ্‌যাপনের ঐতিহাসিক মুহূর্তে অনেক বাঙালি নিজেদের বড়ো ভাগ্যবান মনে করেছে। একাত্তরে বাংলাদেশ যে কঠিন মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলো, তার সোনালি ফসল আজ ঘরে তুলছে বাংলাদেশ। একদিন সাম্রাজ্যবাদীরা যে বাংলাদেশের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান ছিলো আর 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে অপমানের অপচেষ্টা করেছিলো, আজ তারাই বাংলাদেশকে উন্নয়নের আদর্শ হিসেবে দেখার জন্য অনুন্নত দেশগুলোকে পরামর্শ দিয়েছে। আজ বাংলাদেশ আপন দক্ষতায় স্বনির্ভর উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় ভূষিত এক দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির রাষ্ট্র।

১৯৭৫ সালে এক জনসভায় দেওয়া ভাষণে-বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন সংকট মোকাবেলায় করণীয় হলো দুর্নীতি দমন, ক্ষেতে-খামারে ফলন বৃদ্ধি, এবং জাতীয় ঐক্য গঠন যা আজও বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দীর পরেও পেছন ফিরে তাকালে অনেক অর্জন যা বাঙালিদের আশান্বিত করবে। গত একযুগে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা বিশ্ববাসীর কাছেও বিস্ময়।

তবে সংগত কারণেই আজ বাঙালিদের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির হিসাবনিকাশ করা দরকার। এখনও জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। ইতোমধ্যে যে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জিত হয়েছে, তার সুফল জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছাতে হবে। বাংলাদেশের লোকজনের মাথাপিছু আয় বেড়েছে সত্য কিন্তু তার সিংহভাগ কয়েক হাজার কোটিপতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে।

ব্যক্তিগত মালিকানায় বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা বেড়েছে। তবে এখনো বাংলাদেশে সবার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও গরিব মানুষদের চিকিৎসা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেসব সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে সেগুলো এখনো দুর্নীতিমুক্ত নয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রসার ঘটলেও এটা এখন বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। যাইহোক, শিক্ষাকে মানসম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। বাঙালি জাতিকে তাঁদের উগ্র মূল্যবোধ থেকে বের হয়ে সম্মিলিতভাবে মানবিক মূল্যবোধের পথ রচনা করতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মাথা উঁচু করে ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে।

Do not write outside the box

উপরের নিবন্ধ থেকে তথ্য ব্যবহার করে এবং এই তথ্য তোমার নিজের গবেষণায় যোগ করে বাংলায় প্রায় **৩০০** শব্দে একটি রচনা লেখো।

স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পার হওয়ার পরেও বাংলাদেশ তার লক্ষ্য ও প্রত্যাশা পূরণে কতোখানি সফল হয়েছে? তোমার অভিমত দিয়ে পর্যালোচনা করো।

[40 marks]

Do not write outside the box

Do not write outside the box

END OF QUESTIONS

40

Do not write outside the box

There are no questions printed on this page

DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

Do not write outside the box

Question number	**Additional page, if required.** **Write the question numbers in the left-hand margin.**

Do not write outside the box

Question number	**Additional page, if required.** **Write the question numbers in the left-hand margin.**

Do not write outside the box

Question number	Additional page, if required. Write the question numbers in the left-hand margin.

Do not write outside the box

There are no questions printed on this page

DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED

Copyright information

For confidentiality purposes, all acknowledgements of third-party copyright material are published in a separate booklet. This booklet is published after each live examination series and is available for free download from www.aqa.org.uk.

Permission to reproduce all copyright material has been applied for. In some cases, efforts to contact copyright-holders may have been unsuccessful and AQA will be happy to rectify any omissions of acknowledgements. If you have any queries please contact the Copyright Team.

Copyright © 2023 AQA and its licensors. All rights reserved.